গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
শাখা-১ (প্রশাসন)
www.ird.gov.bd

নং-০৮.০০.০০০০.০২৬.১৬.০৩৩.১০(অংশ-১)-৩৭

তারিখঃ ৩০ ভাদ্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১

বিষয়ঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলী সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদনে 'মুজিববর্ষ' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যবলীর সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি প্রেরণ।

সূত্রঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পত্র-০৪.০০.০০০০.৩২১.১৬.০০৪.২১.১২০, তারিখঃ ৩০-০৬-২০২১।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এ বিভাগের ২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলী সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদনে 'মুজিববর্ষ' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি নির্দেশক্রমে এতদসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ ৯ (নয়) পৃষ্ঠা।

১৪/৯/২১

(কানাই লাল শীল)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ৯৫৪০২০৮

মন্ত্রিপরিষদ সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(দৃঃ আঃ উপসচিব, রিপোর্ট অধিশাখা)

অনুলিপি:

১। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
২। যুগ্ম সচিব (রিপোর্ট রিটার্ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।

D:\mizan\General\letter-2.docx

২০২০-২০২১ অর্থবছরে 'মুজিববর্ষ' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম :

'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম

ক্রম	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	ক) সঞ্চয় অ্যাপস চালুকরণ। খ) বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার স্থাপন।	স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ সঞ্চয়পত্র সংক্রান্ত সকল তথ্য সম্বলিত অ্যাপস গুগল প্লে স্টোর ও অ্যাপল অ্যাপ স্টোরে স্থাপনের মাধ্যমে জনসাধারণকে সেবা প্রদানের লক্ষে সঞ্চয় অ্যাপসটি চালু করা হয়। জনসাধারণ সঞ্চয়পত্র সম্পর্কিত সকল তথ্য এখানে পেতে পারেন (ছবি সংযুক্ত)। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও এর আওতাধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ট্যাক্সেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল ও কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনালে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের উপর রচিত গ্রন্থ, প্রকাশনা চিত্র ইত্যাদি এখানে সংরক্ষণ করা হচ্ছে যা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য উন্মুক্ত আছে।	কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।
০২.	বার্ষিক প্রতিবেদনে বঙ্গবন্ধুর উপর লেখা প্রকাশ।	২০২০-২১ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদনে বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শনের প্রাসংগিকতার উপর লেখা প্রকাশের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	কার্যক্রম স হয়েছে।
০৩.	ডিজিটাইজড সেবা	(i) স্টোর ব্যবস্থাপনা অটোমেশন করা হয়েছে। অটোমেটেড সিস্টেমে এ বিভাগের স্টোর ব্যাবস্থাপনা হচ্ছে। এ বিভাগের ওয়েবসাইটে ষ্টোর ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারের লিংক সংযুক্ত রয়েছে। লিংক : ird.orionisbd.com। (ii) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন ব্যবস্থাপনা Digitized করণের লক্ষে প্রস্তুতকৃত Web Apps-এ এ বিভাগের আওতাধীন বিসিএস (কর), বিসিএস (শুল্ক ও আবগারী) ক্যাডার এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের পরিচিতি নম্বর অনুযায়ী তাদের হালনাগাদ এসিআর অনলাইনে এন্ট্রি প্রদান করা হয়েছে।	কার্যক্রম স হয়েছে।
০৪.	মুজিববর্ষে সেরা করদাতা নির্বাচন ও সম্মাননা প্রদান।	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক স্বপ্রণোদিতভাবে কর প্রদানের জন্য এবং একাধিক্রমে ৮ বার সর্বোচ্চ কর প্রদানের স্বীকৃতিস্বরূপ হাজী মোঃ কাউছ মিয়া (ই-টিআইএন-৬৯২৭ ৯৯৬৯ ১৮২৭, কর অঞ্চল-০২, ঢাকা), ১১ আগা নওয়াব দেউরী, থানা-চকবাজার, ঢাকাকে মুজিববর্ষের সেরা করদাতার সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে (গেজেট ও ছবি সংযুক্ত)।	কার্যক্রম গ্র করা হয়েছে

০৫.	মুজিববর্ষে EFD স্থাপন	মুজববর্ষে জাতীয় রজাস্ব বোর্ডের একটি বড় অর্জন হলো EFDMS প্রবর্তন। আগস্ট, ২০২০ হতে EFD (Electronic Fiscal Device) ও SDC (Sales Data Controller) স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এটি একটি Software ও অনলাইন ভিত্তিক হিসাব রক্ষণপদ্ধতি। ইতোমধ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রামে ৩৩৯৩ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে EFD/SDC স্থাপন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে আরো ৬০০০ মেশিন স্থাপন করে এর ফলাফল ও অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে।	কার্যক্রম করা হয়েছে
০৬.	মুজিব শতবর্ষে আয়কর বিভাগকে সম্পূর্ণভাবে স্বয়ংক্রিয়করণ (Automation) এর আওতায় আনয়ন	মুজিববর্ষে আয়কর বিভাগকে সম্পূর্ণরুপে Automation এর আওতায় আনার লক্ষে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে- (ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিজস্ব Resource ব্যবহার করে ও নিজস্ব কর্মকর্তাদের মাধ্যমে e-filing software তৈরীর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। ইতোমধ্যে কর অঞ্চল-০৬, ঢাকা কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি ই-ফাইলিং সফট্ওয়ারের মাধ্যমে অনলাইন রিটার্ন দাখিল কার্যক্রম চলছে। (খ) উৎসে কর কর্তনের মনিটরিং এর কার্যক্রমকে সম্পূর্ণরুপে Automation System এর আওতায় আনার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিজস্ব রিসোর্স ব্যবহার করে etds system নামে একটি software প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্তমানে ৪টি কর অঞ্চল এই সিস্টেমস পাইলটিং কার্যক্রম চলমান আছে। অক্টোবর/২০২১ এর মধ্যে সকল কর অঞ্চলে software এর কার্যক্রম চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। (গ) e-payment: nbr.epayment.gov.bd এ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে online এ কর প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে। উল্লেখ্য, উক্ত e-payment system এর সাথে বিভিন্ন ব্যাংকের পাশাপাশি mobile financial services (উদাহরণ- bkash, rocket ইত্যাদি) সংযুক্ত করা হয়েছে। (ঘ) অর্থবিভাগের E-challan system এর মাধ্যমেও করদাতাগণ আয়কর পরিশোধ করতে পারছেন।	কার্যক্রম করা হয়েছে
০৭.	বিশেষ প্রশিক্ষণ	জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সরকারী কর্মকর্তাগণকে জনগণের সেবক হিসাবে দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা প্রদান করে গেছেন। তার আলোকে রাজস্ব বিভাগের সকল কর্মকর্তার দক্ষতা বৃদ্ধিসহ সেবার মানসিকতা গড়ার লক্ষে বর্ষব্যাপী নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।	কার্যক্রম চলমান।

০৮.	২০২০-২১ অর্থবছরের মধ্যে ব্যবসা সহজীকরণ ও ease of doing business নিশ্চিত করার জন্য সকল অফডককে Asycuda World এর সাথে সংযুক্তকরণ	২০২০-২১ অর্থবছরের মধ্যে ব্যবসা সহজীকরণ ও ease of doing businesss নিশ্চিত করার জন্য সকল অফডককে Asycuda World এর সাথে সংযুক্তকরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।	কার্যক্রম গ্র করা হয়েছে
০৯.	ই-অকশন বাস্তবায়ন	মুজিব বর্ষে ই-অকশন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। শতভাগ অকশন ই-অকশনের মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে।	কার্যক্রম স হয়েছে।
১০.	মুজিববর্ষে Online Registration Online Return Submission	বর্তমানে যে কেউ যে কোন স্থান হতে অনলাইনে মূসক নিবন্ধনের জন্য আবেদন এবং রিটার্ন সাবমিট করতে পারে। নিবন্ধনের জন্য আবেদনের তিন কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীর ই-মেইলে BIN সার্টিফিকেট প্রেরণ করা হয় এবং ২০১৫৮০৬ টি নিবন্ধন প্রদান ও ১৫৮১ টি প্রতিষ্ঠানকে টার্ণওভার তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।	কার্যক্রম স হয়েছে।
১১.	Online VAT Registration এর হার ৮০%-৯০% বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ	ইতোমধ্যে শতভাগ VAT Registration Online এ প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে।	কার্যক্রম গ্র করা হয়েছে
১২.	রির্টান দাখিলের হার ৭০%-৮০% নিশ্চিতকরণ	রিটার্ন Submission (সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত): সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত দাখিলপত্র দাখিলের তথ্য: মোট নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা-২,০১,৯৭৬ টি দাখিলকৃত রিটার্নের মোট সংখ্যা- ৯৮,৩৫৮টি অনলাইনে দাখিলকৃত রির্টানের সংখ্যা ৬২,৪৪২ টি ম্যানুয়ালি দাখিলকৃত রির্টানের সংখ্যা ৩৫,৯১৬ টি। দাখিলকৃত রির্টানের তুলনায় অনলাইনে অনলাইনে দাখিলকৃত রির্টানের হার ৬৩%। কাঙ্খিত মাত্রার দাখিলপত্র অনলাইনে দাখিলের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।	কার্যক্রম গ্র করা হয়েছে
১৩.	Online এ দাখিলপত্র পেশের বিষয়ে করদাতাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন করা হবে।	ভ্যাট অনলাইন প্রজেক্ট হতে অনলাইনে দাখিলপত্র পেশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ/কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রত্যেক কমিশনারেট হতে কর্মকর্তাদের পাশাপাশি তাঁর কমিশনারেটের আওতাভুক্ত করদাতাদের ইন হাউস প্রশিক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।	কার্যক্রম গ্র করা হয়েছে

১৪.	প্রতি ৩ মাস অন্তর ভ্যাট কমিশনারেটে ভ্যাট মেলার আয়োজন করে ভ্যাট প্রদানে করদাতাগণকে সচেতন করা হবে।	মুজিব শতবর্ষকে সামনে রেখে বিভিন্ন কমিশনারেট ভ্যাট মেলার আয়োজন করছে। করদাতাগণ ও সাধারণ ভোক্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করে ভ্যাট প্রদানের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ১০ ডিসেম্বর সারা দেশে ভ্যাট দিবস এবং ১০-১৫ ডিসেম্বর, ২০২০ ভ্যাট সপ্তাহ পালন করা হয়েছে।	কার্যক্রম গ্র করা হয়ে
১৫.	মুজিববর্ষে E-payment পরিধি বৃদ্ধি	ই-পেমেন্ট: গত ২৯ জুলাই ২০২০ তারিখে ই-পেমেন্ট পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। বর্তমানে HSBC, Prime Bank Ltd, Agrani Bank Ltd, Midlan Bank Ltd, South East Bank ltd ও Brac Bank Ltd ব্যাংকের মাধ্যমে যে কোন করদাতা ঘরে বসে তার ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ভ্যাট প্রদান করতে পারছে।	কার্যক্রম গ্র করা হয়ে

‘স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী’ উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম

ক্রম	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	Document Verification System চালুকরণ।	■ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক কোম্পানি করদাতাদের কর পরিপালন কর্যক্রম গ্রহণকালে দেখা যায়, বিপুল সংখ্যক কোম্পানি জাল (fake) অডিট রিপোর্ট দাখিল করে। তাছাড়া, অনেক কোম্পানি একই হিসাব বছরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হিসাব রাখে এবং আয়কর বিভাগের নিকট কম আয় প্রদর্শিত অডিট রিপোর্ট দাখিল করে। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB) আলোচনা করে ICAB তে অডিট রিপোর্ট ভেরিফিকেশন ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করে, যা Document Verification System (DVS) নামে পরিচিত। ■ DVS সিস্টেমে প্রাকটিসরত সকল চার্টাড অ্যাকাউন্টেন্ডকে প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। এরপর কোনো চার্টাড অ্যাকাউন্টেন্ড কর্তৃক কোনো প্রতিষ্ঠান অডিট করার পর অডিট রিপোর্টে স্বাক্ষর করার আগে সংশ্লিষ্ট চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ড DVS সিস্টেমে ঢুকে একটি সিস্টেম জেনারেটেড Document Verification Code (DVS) গ্রহণ করে অডিট রিপোর্টে তা প্রিন্ট করে দেন। কারো নিকট কোনো অডিট রিপোর্ট দাখিল করা হলে তিনি DVS সিস্টেমে ঢুকে অডিট রিপোর্টে উল্লিখিত Document Verification Code মিলিয়ে নেন। এতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে অডিট রিপোর্টটি জাল (fak) নয়। ■ গত অর্থবছর থেকে আয়কর বিভাগে DVS এর ব্যবহার শুরু হয়েছে। এর মাধ্যমে একদিকে কর বিভাগের নিকট fake অডিট রিপোর্ট দাখিল করার সুযোগ বন্ধ হয়েছে, অন্যদিকে কোম্পানি খাতে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। ■ এ বছর ভ্যাট বিভাগেও DVS এর ব্যবহার শুরু হচ্ছে। এছাড়া, ব্যাংকসহ দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোও পর্যায়ক্রমে DVS এর ব্যবহার শুরু করছে।	কার্যক্রম গ্রহণ হয়েছে।

		DVS এর ব্যবহার পুরোপুরি চালু হলে জাল অডিট রিপোর্টের ব্যবহার বন্ধ হবে, রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি পাবে এবং সে সাথে আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা আরও সংহত হবে।	
০২.	বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের দেশে পদার্পন সফল করার জন্য করদাতাদের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণের জোরালো কার্যক্রম গ্রহণ। এই কর্মযজ্ঞে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনকারী কর্মকর্তাদেরকে পুরষ্কার প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিতকরণ;	২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় নতুন করদাতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জরিপ টিমে স্থানীয় জেলা প্রশাসন, পুলিশ ও আনসার বিভাগকে সংযুক্ত করে জরিপের টিম পুনঃগঠন করা হয়েছে এবং সারা দেশব্যাপী জোরালো ভাবে ''জরিপ কার্যক্রমঃ ২০২০-২১'' পচিালনা করা হয়েছে।	কার্যক্রম গ্রহণ হয়েছে।
০৩.	করদাতাগণকে সরাসরি আয়কর সেবা প্রদানের জন্য আয়কর মেলার সম্প্রসারণ ও বিকেন্দ্রীকরণ;	২০২০-২১ অর্থবছরে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে বছরে কেন্দ্রীয়ভাবে আয়কর মেলা আয়োজন করা হয়নি। তৎপরিবর্তে সারাদেশের ৩১ টি কর অঞ্চলে মেলার পরিবেশে স্বাস্থ্যবিধি রক্ষা করে নভেম্ব/২০২০ মাসব্যাপী আয়কর বিটার্ন দাখিল সহজিকরণ ও কর তথ্য সেবা প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে।	কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
০৪.	সকল কেন্দ্রীয় সার্ভিস সেন্টার গুলিতে kiosk, website, e-payment ও e-TIN সুবিধা সংযোজন করে করদাতাগণকে সেবা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ;	www.nbr.gov.bd এ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটসহ সকল কর অঞ্চলের ওয়েবসাইট হালনাগাদ করা হয়েছে। উক্ত ওয়েবসাইটসমূহে আয়কর রিটার্ন ফর্ম, চালান ফর্ম, নির্দেশিকা, পরিপত্র ইত্যাদি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। করদাতাগণ উক্ত ওয়েবসাইট ব্যবহার করে এ সেবা গ্রহণ করতে পারেন।	কার্যক্রম গ্রহণ হয়েছে।
০৫.	করদাতার কর বিষয়ক সমস্যা সমাধানের জন্য Hot line ব্যবস্থা চালুকরণ	কর্মকর্তাদের নাম ও মোবাইল নাম্বার nbr এর ওয়েবসাইটে সন্নিবেশিত আছে। তাছাড়া প্রতিটি কর অঞ্চলের নিজস্ব ওয়েবসাইট আছে। সেসকল ওয়েবসাইটে কর্মকর্তাদের নাম ও মোবাইল নম্বর সন্নিবেশিত আছে। যেকোন করদাতা উক্ত নম্বর সমূহে ফোন দিলে কর্মকর্তাগণ সাধ্যমত সহযোগিতা করে থাকেন।	কার্যক্রম গ্রহণ হয়েছে।
০৬.	E-auction, AEO এবং Advance Ruling বিষয়ে ব্যবসায়ীগণকে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচীর ব্যবস্থাকরণ।	E-auction, AEO এবং Advance Ruling বিষয়ে ব্যবসায়ীগণকে বছরব্যাপী ন্যূনতম ৪টি সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচীর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১২/৭/২১

কানাই লাল শীল
সিনিয়র সহকারী সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
শাখা-১ (প্রশাসন)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৫ ফাল্গুন ১৪২৭/২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১

নং ০৮.০০.০০০০.০৩৬.৭২.০০১.১৯-৪১।—হাজী মোঃ কাউছ মিয়া (ই-টিআইএন-৬৯২৭ ৯৯৬৯ ১৮২৭, কর অঞ্চল-০২, ঢাকা), ১১ আগা নওয়াব দেউরী, থানা-চকবাজার, ঢাকা-কে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মুজিববর্ষের সেরা করদাতা (২০২০-২১ অর্থবছরে) নির্বাচন করা হলো।

সুরাইয়া পারভীন শেলী
যুগ্মসচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

মূল্য : টাকা ৪.০০

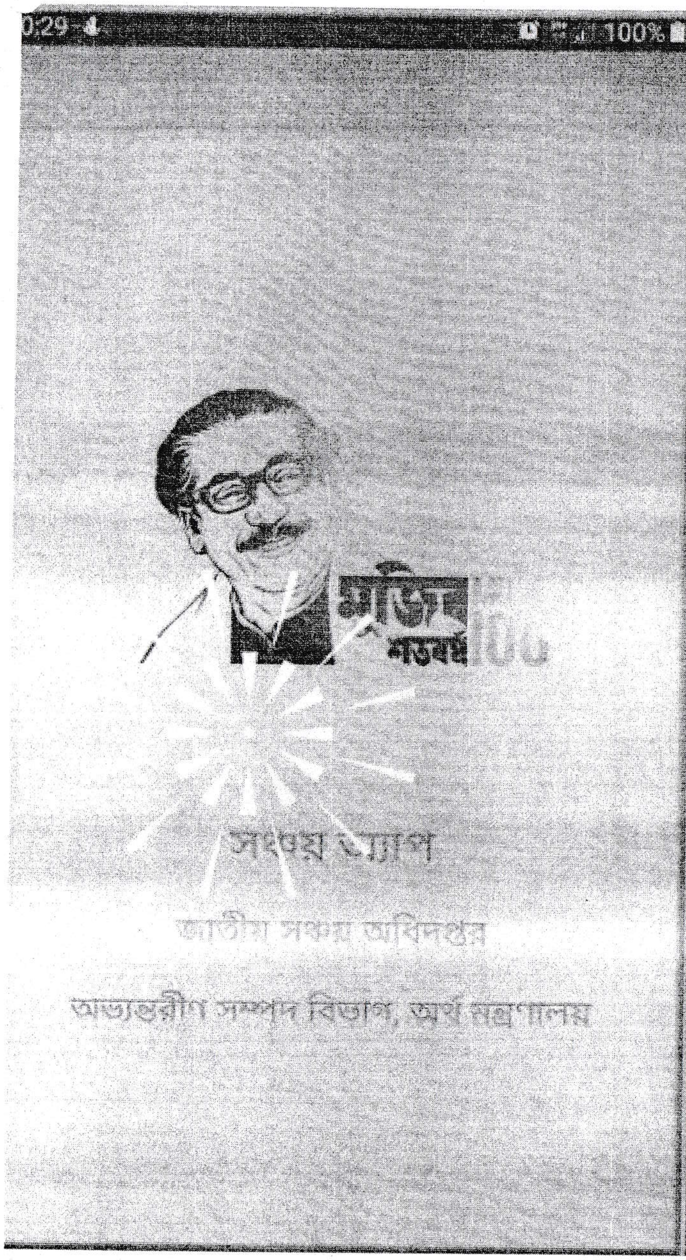

মুজিব শতবর্ষ
সঞ্চয় অ্যাপ
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

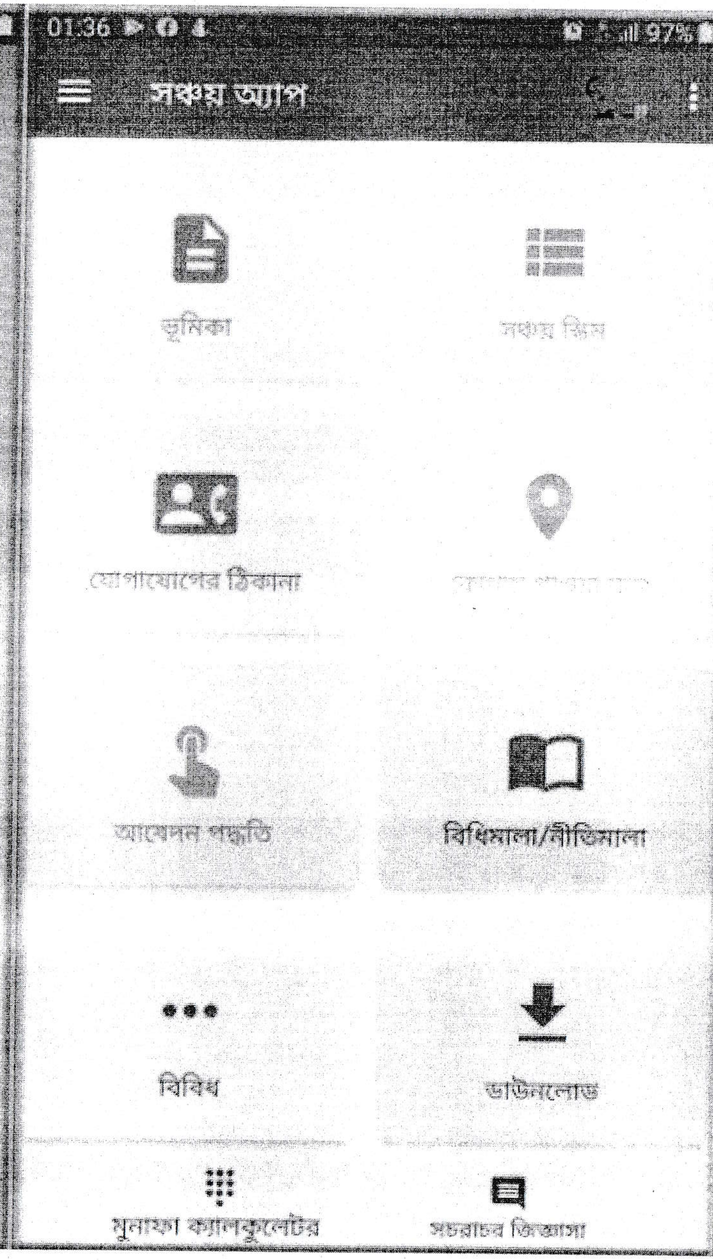

সঞ্চয় অ্যাপ
ভূমিকা
সঞ্চয় স্কিম
যোগাযোগের ঠিকানা
আবেদন পদ্ধতি
বিধিমালা/নীতিমালা
বিবিধ
ডাউনলোড
মুনাফা ক্যালকুলেটর
সচরাচর জিজ্ঞাসা

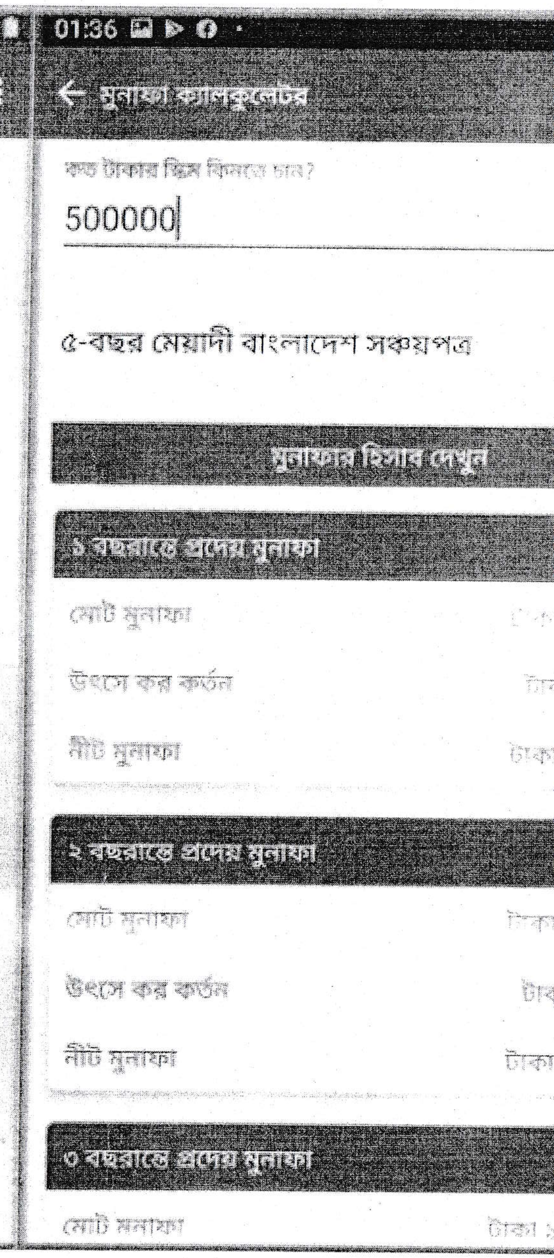

মুনাফা ক্যালকুলেটর
কত টাকার স্কিম কিনতে চান?
500000
৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র
মুনাফার হিসাব দেখুন
১ বছরান্তে প্রদেয় মুনাফা
মোট মুনাফা
উৎসে কর কর্তন
নীট মুনাফা
২ বছরান্তে প্রদেয় মুনাফা
মোট মুনাফা
উৎসে কর কর্তন
নীট মুনাফা
৩ বছরান্তে প্রদেয় মুনাফা
মোট মুনাফা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

শাখা-১ (প্রশাসন)

www.ird.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৮.০০.০০০০.০৩৬.১৬.০০৬.২০.২৯১

তারিখ: ১৭ শ্রাবণ ১৪২৮
০১ আগস্ট ২০২১

বিষয়: **২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ণ ও প্রেরণ।**

সূত্র: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং-০৪.০০.০০০০.৩২১.১৬.০০৪.২১.১১৬, তারিখ: ২৭-০৬-২০২১।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এ বিভাগের ২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলী সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রয়োজন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: ১৩ (তের) পাতা।

১-৮-২০২১
কানাই লাল শীল
সিনিয়র সহকারী সচিব

উপসচিব
রিপোর্ট অধিশাখা
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

স্মারক নম্বর: ০৮.০০.০০০০.০৩৬.১৬.০০৬.২০.২৯১/১(৩)

তারিখ: ১৭ শ্রাবণ ১৪২৮
০১ আগস্ট ২০২১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) সিনিয়র সচিব এর একান্ত সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।

২) সহকারী প্রোগ্রামার, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনটি এ বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)।

৩) যুগ্মসচিব (রিপোর্ট) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।

১-৮-২০২১
কানাই লাল শীল
সিনিয়র সহকারী সচিব

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন ছক

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার সংখ্যা : ০৪ (চার) টি

প্রতিবেদনাধীন বছর ২০২০-২১ প্রতিবেদন প্রস্তুতির তারিখ১৫-০৭-২০২১

(১) প্রশাসনিক

১.১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য*
১	২	৩	৪	৫	৬
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	৯৩	৫৭	৩৬	--	--
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	২২,০৪০	১৩,৪৯৭	৮৫৪৩	--	
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	৪৬০	৩০৭	১৫৩	০৬	বছর ভিত্তিক সংরক্ষিত ৩১ টি অফিস সহায়ক পদের মধ্যে বর্তমানে ০৬ জন কর্মরত আছেন।
ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	১৫২	৯৩	৫৯	২৪	--
কাস্টমস ,এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	৬৫	৪৩	২২	--	--
মোট	২২,৮১০	১৩,৯৯৭	৮,৮১৩	৩০	--

* অনুমোদিত পদের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।

১.২ শূন্যপদের বিন্যাস

অফিসের নাম	অতিরিক্ত সচিব/ তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬		৭
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	--	--	১৪	০৫	০৭	১০	৩৬
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড			৬৫৯	২২৪৫	৪৬৪৮	৯৯১	৮৫৪৩
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	--	--	২২	২৫	৮১	২৫	১৫৩
ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	--	--	০৯	--	২৮	২২	৫৯
কাস্টমস ,এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	--	--	০২	০১	১৬	০৩	২২
মোট=	--	--	৭০৬	২,২৭৬	৪,৭৮০	১,০৫১	৮,৮১৩

১.৩ অতীব গুরুত্বপূর্ণ (strategic) পদ (অতিরিক্ত সচিব/সমপদমর্যাদাসম্পন্ন/সংস্থা-প্রধান/তদূর্ধ্ব) শূন্য থাকলে তার তালিকা: প্রযোজ্য নয়।

১.৪ শূন্যপদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা : কোভিড-১৯ এর পরিস্থিতির কারণে জনবল নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি বিধায় এ বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তরসমূহের শূন্যপদ পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। উক্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে দ্রুত শূন্যপদ পূরণে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

১.৫ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

অফিসের নাম	প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	--	০৬	০৬	--	--	--	
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	১৪৮	--	১৪৮	৩৬২	--	৩৬২	
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	--	--	--	--	--	--	
ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	--	--	--	--	--	--	
কাস্টমস ,এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	--	--	--	--	--	--	
মোট=	১৪৮	০৬	১৫৪	৩৬২	--	৩৬২	

১.৬ ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট	সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন	--	--	১৩	
পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রমণ	--	--	১	

১.৭ ভ্রমণ/পরিদর্শন (বিদেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা) *	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট	সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
	--	--	-	
	--	--	-	

* কতদিন বিদেশে ভ্রমণ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

১.৮ উপরোক্ত ভ্রমণের পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যা: প্রযোজ্য নয়।

(২) অডিট আপত্তি

২.১ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

ক্রমিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	০৯	.৩১	--	০৩	--	০৬	--
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	১১০০২	৩৩৬৯৭.৫৪	৯৮৫১	২২৭০	৮৭২৩	৮৭৩২	২৪৯৭৪.৫৪
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	১৯৭	১৪,৬৯১.৮২	১৮	১৭০	১৪৪০৯.০৫	২৭	২৮২.৪৪
ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	--	--	--	--	--	--	--
কাস্টমস ,এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	--	--	--	--	--	--	--
সর্বমোট	**১১২০৫**	**৪৮,৩৮৯.৩৬**	৯,৮৬৯	**২,৪৪৬**	**২৩,১৩২.০৫**	**৮৭৬২**	**২৫,২৫৬.৯৮**

২.২ অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সেসব কেসসমূহের তালিকা : প্রযোজ্য নয়।

(৩) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

অফিসের নাম	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২০-২১) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
		চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	৬০	৬	৩	২	১১	৪৯

(৪) সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

অফিসের নাম	সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ /আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	--	--	--	--	--
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	--	২০	--	২০	
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	--	--	--	--	--
ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	--	১০	--	১০	--
কাস্টমস ,এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	--	--	--	--	--
মোট=	--	৩০	--	৩০	--

(৫) মানবসম্পদ উন্নয়ন

অফিসের নাম	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
(১)	(২)	(৩)
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	৪৪	৪৫০
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	২৭	১৫২২
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	১৪	৯৯২
ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	৭৫	৬২৫
কাস্টমস ,এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	--	--
মোট=	১৬০	৩৫৮৯

৫.২ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২০-২১) কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনা: অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে অফিস ব্যবস্থাপনা, আচরণ বিধি, সরকারি কর্মচারী আইন-২০১৮ ও ই-ফাইলিং বিষয়ে ৪৫০ জনকে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকরি সংক্রান্ত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ২৮৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ইন- হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরে মোট ১৪টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

৫.৩ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা : প্রযোজ্য নয়।

৫.৪ মন্ত্রণালয়ে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং (OJT)-এর ব্যবস্থা আছে কি-না; না থাকলে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং আয়োজন করতে বড় রকমের কোন অসুবিধা আছে কি-না? না।

৫.৫ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা : অতিমারী কোভিড-১৯ এর প্রার্দুভাবের কারণে বিদেশ গমন করা সম্ভব হয়নি।

(৬) সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

	দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২	৩
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	১	৪২
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	--	--
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	--	--
ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	০১	৩১
কাস্টমস ,এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	--	--
মোট=	০২	৭৩

(৭) তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

অফিসের নাম	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
					কর্মকর্তা	কর্মচারি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	৪০	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	২৫	১৫
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	২৮৬	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	৭৮	১৫৭
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	১৭৭	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	১১০	১০০
ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	৪৯	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	২৫	২৭
কাস্টমস ,এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	২৯	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	০৯	২০
মোট=	৫৮১	--	-	--	২৪৭	৩১৯

৮. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে ০৩ জুন ২০২১ তারিখ জাতীয় সংসদ ভবনে ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আলোকচিত্র।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে বৃহস্পতিবার (০৩ জুন, ২০২১) জাতীয় সংসদ ভবনের মন্ত্রিসভা কক্ষে মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে স্বাক্ষর করছেন
-ইয়াসিন কবির জয়/ফোকাস বাংলা নিউজ

(৯) প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কট : নাই।

৯.১ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন করে থাকলে তার তালিকা: প্রযোজ্য নয়।

৯.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত **গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য** কার্যাবলি:

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ:

(১) ২০২০-২১ অর্থবছরের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিসিএস (শুল্ক ও আবগারী) ক্যাডারে ৭৫ জন এবং বিসিএস (কর) ক্যাডারের ৭৩ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ০৬ জন কর্মচারীর পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

(২) প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২০-২১) ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণে অফিস ব্যবস্থাপনা, আচরণ বিধি, সরকারি কর্মচারী আইন-২০১৮ ও ই-ফাইলিং বিষয়ে ৪৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করায় ২০২০-২১ অর্থবছরে এ বিভাগের একজন কর্মকর্তা ও একজন কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

(৩) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর মতামতের প্রেক্ষিতে সামরিক শাসন আমলে জারিকৃত ০৮টি Ordinance (The Finance Ordinance 1976, The Finance Ordinance 1977, The Finance Ordinance 1978, The Finance Ordinance 1982, The Finance Ordinance 1983, The Finance Ordinance 1984, The Finance Ordinance 1985 & The Finance Ordinance 1986) নতুনভাবে প্রণয়নের আবশ্যকতা নেই বিধায় ২০১৩ সালের ৬ ও ৭ নং আইনের তফসিল উক্ত Ordinanceসমূহ গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা বাদ দেওয়ার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-কে অনুরোধ করা হয়।

(৪) 'কাস্টমস আইন, ২০২১' সম্পর্কিত বিধি-বিধান স্বচ্ছ, সহজ, সমন্বিত ও যুগোপযোগীকরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান The Customs Act, 1969' রহিতক্রমে আধুনিক ও কার্যকর রাজস্ব ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, ব্যবসা ও বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ঝুঁকি-ব্যবস্থাপনার উন্নত কৌশল নির্ধারণ এবং সর্বোপরি আমদানি-রপ্তানি খাতে কাস্টমস ব্যবস্থাপনা আন্তর্জাতিক-মানে উন্নীতকরণে বাংলা ভাষায় 'কাস্টমস আইন, ২০২১' এর খসড়া চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৫) বাংলাদেশ কাস্টমস ও ভ্যাট পোষাক বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের শুল্ক ও ভ্যাট অনুবিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পোষাক প্রাধিকারকরণ ও ধোলাইভাতা প্রদানের মঞ্জুরি জ্ঞাপন করা হয়।

(৬) স্টোর ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারে সংশ্লিষ্ট শাখা হতে চাহিদাপত্র সেবা শাখার কর্মকর্তার নিকট অনলাইনে দাখিল করে বিধি মোতাবেক সেবা শাখার কর্মকর্তা/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হতে স্টোরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ এবং চাহিদাপত্র প্রদানকারী কর্মকর্তাকে অবহিতকরণ করা হয়। অত:পর সেবা শাখা হতে চাহিদাপত্র প্রদানকারী শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারী খুব সহজেই দ্রব্যাদি গ্রহণ করছে।

(৭) স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সঞ্চয়পত্র ক্রয় সংক্রান্ত সকল তথ্য সম্বলিত সঞ্চয় অ্যাপ গুগল প্লে স্টোর ও অ্যাপল

(৮) বিভাগের সকল শাখার প্রয়োজনীয় তথ্য, প্রতিবেদন ও ফাইল শেয়ারিং এবং গুরুত্বপূর্ণ ফাইল সংরক্ষণের বিষয়টি সহজিকরণের লক্ষ্যে এ বিভাগের আইসিটি শাখা কর্তৃক 'ইনসার্ভিস ফাইল সার্ভার' নামে একটি ডিজিটাল সেবা চালু করা হয়েছে। উক্ত সেবার ব্যবহার দাপ্তরিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়ন করেছে এবং সেবাটি ব্যবহারে শেয়ারিং ও সংরক্ষণ সহজতর হচ্ছে।

(৯) জাতীয় কমিটি কর্তৃক অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্জিত নম্বর ৭৩.৭৪ প্রদান এবং অবস্থান নির্ধারণ হয়েছিল ৪৯। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বার্ষিক মূল্যায়নের জাতীয় কমিটি ৮১.১০ নম্বর প্রদান করে এবং অবস্থা নির্ধারিত হয় ২৮তম। যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তুলনায় ২১ ধাপ উন্নীত হয়েছে।

(১০) স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের প্রদত্ত নির্দেশনা মেনে চলার বিষয়ে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর লক্ষণ দেখা দিলে তাদেরকে কর্মস্থলে না আসার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

(১১) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন ব্যবস্থাপনা Digitized করণের লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত Apps-এ এ বিভাগের আওতাধীন বিসিএস (কর) ক্যাডার, বিসিএস (শুল্ক ও আবগারী) ক্যাডার এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের পরিচিতি নম্বর অনুযায়ী তাদের হালনাগাদ এসিআর অনলাইনে এন্ট্রি প্রদান করা হয়েছে।

(১২) Stamp Act, 1899 & The Stamp Duties (Additional Modes of Payment) Act, 1974-এর আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪৪৫৭,৬১,৬৯,৭৫২/- (চার হাজার চারশত সাতান্ন কোটি একষট্টি লক্ষ উনসত্তর হাজার সাতশত বায়ান্ন) টাকা রাজস্ব আহরণ করা হয়।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড:

২০২০-২১ অর্থবছরে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, অর্জন ও প্রবৃদ্ধি:

(টাকার অংকসমূহ কোটি টাকায়)

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	আহরণ	প্রবৃদ্ধি
২০২০-২০২১	৩,০১,০০০.০০	২,৫৯,৮৬৭.০১	(+) ০.১৭ %
২০১৯-২০২০	৩,০০,৫০০.০০	২,১৬,৪৫১.৭৬	(+) ২০.০৬%

আয়কর আদায়ে প্রবৃদ্ধি:

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর অনুবিভাগ কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে করোনা মহামারির কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দাভাব বিরাজমান থাকা সত্তেও আয়কর আহরিত হয় ৮৫,২৪৪.১৭ কোটি টাকা এবং বিগত অর্থবছরের তুলনায় এখাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৯.২৫%। আয়কর অনুবিভাগ কর্তৃক আয়কর আইনে বিভিন্ন পরিবর্তন এবং অন্যান্য করদাতা বান্ধব কার্যক্রম গ্রহণের ফলে ২০২০-২১ অর্থবছরে নতুন ১৩,৩১,১৫২ জন করদাতা ETIN গ্রহণ করেছেন। ফলে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত মোট করদাতার সংখ্যা ৬৩,৭৪,১২২ জনে উন্নীত হয়েছে।

- বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে ২০২০ সালে আয়কর মেলা আয়োজনের পরিবর্তে নভেম্বর/২০২০ মাস জুড়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে করদাতাদের আয়কর সেবা প্রদান, জাতীয় আয়কর দিবস উদযাপন, "জেলা ভিত্তিক সর্বোচ্চ এবং দীর্ঘমেয়াদী আয়কর প্রদানকারী করদাতাদের পুরস্কার প্রদান নীতিমালা-২০০৮" অনুসারে ৫২৫ জন করদাতাকে সেরা করদাতা পুরস্কার ও "জাতীয় ট্যাক্স কার্ড নীতিমালা, ২০১০ (সংশোধিত)" অনুসারে ১৪১ জন করদাতাকে ট্যাক্স কার্ড প্রদান করা হয়েছে।

- আয়কর রিটার্ণ দাখিল সহজীকরণ ও করদাতাদের পরিপালন বৃদ্ধির লক্ষ্যে Online Return Filing System চালু করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উৎসে কর আদায় কার্যক্রমকে সম্পূর্ণ অটোমেশনের আওতায় আনয়নের জন্য e-TDS System চালু করা হয়েছে।
- করের আওতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। সেকেন্ডারী তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে নতুন করদাতা সনাক্তকরণের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে BRTA, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, DPDC, DESCO সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে পর্যায়ক্রমে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

শুল্ক বিষয়কঃ

১। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী, সার, বীজ, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ এবং কাঁচা তুলাসহ আরো কতিপয় শিল্পের কাঁচামালের ক্ষেত্রে বিদ্যমান শুল্কহার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

২। কৃষিখাতের প্রধান উপকরণসমূহ, বিশেষ করে সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি আমদানিতে শূন্য শুল্কহার অব্যাহত রাখা হয়েছে। রেয়াতি শুল্ক হারে কৃষি যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানির সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

৩। দেশীয় পেঁয়াজ চাষীদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, পেঁয়াজ চাষে উৎসাহ প্রদান এবং আমদানির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসের লক্ষ্যে পেঁয়াজ আমদানিতে আমদানি শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।

৪। দেশে উৎপাদিত লবনের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ এর মাধ্যমে লবন চাষীদের প্রতিরক্ষণ এবং জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে শিল্প লবণ (সোডিয়াম সালফেট/ডাইসোডিয়াম সালফেটের) আমদানিতে বিদ্যমান শুল্কহার বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৫। স্বাস্থ্য খাতকে সুসংহত করার লক্ষ্যে চিকিৎসা সামগ্রী জীবাণুমুক্তকরণে ব্যবহার্য Autoclave মেশিন স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

৬। মৎস্য, পোল্ট্রি ও ডেইরি খাতের টেকসই উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে উক্ত খাতের খাদ্য সামগ্রী ও নানাবিধ উপকরণ আমদানিতে বিদ্যমান সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। পোল্ট্রি খাতের প্রতিরক্ষণে প্রক্রিয়াজাত মুরগীর অংশ বিশেষ (chicken in cut piece form) আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক হার বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৭। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রতিরক্ষণে উক্ত শিল্পের পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কতিপয় উপকরণ আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কর্তৃক তৈরীকৃত পণ্য (যেমন: পেরেক, স্ক্রু, ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ ইত্যাদি) আমদানিতে শুল্ককর বৃদ্ধি করা হয়েছে। দেশীয় মধু চাষীদের স্বার্থ সংরক্ষণে এবং তাদের প্রতিরক্ষণের জন্য মধু আমদানিতে বিদ্যমান শুল্কহার বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৮। শতভাগ রপ্তানিমুখি গার্মেন্টস এবং টেক্সটাইল শিল্পে প্রয়োজনীয় কতিপয় পণ্য (যেমন: RFID Tag, Industrial Racking System, Cutting table ইত্যাদি) আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

৯। রপ্তানি বহুমুখীকরণে সম্ভাবনাময় পাদুকা শিল্পের প্রসারের লক্ষ্যে উক্ত শিল্পের তিনটি কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

১০। সেলুলার ফোন উৎপাদন ও সংযোজন শিল্পে শিল্পের প্রতিরক্ষণ এবং আমদানি পর্যায়ে সঠিক মূল্য নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে যথাযথ রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যে সেলুলার ফোনের ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

১১। অবৈধ পথে স্বর্ণ আমদানি নিরুৎসাহিত করা এবং অথরাইজড ডিলারদের মাধ্যমে বৈধ পথে স্বর্ণ আমদানিতে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে স্বর্ণবার আমদানির উপর বিদ্যমান ১৫% VAT প্রত্যাহার করা হয়েছে।

১২। দেশে এখন চাহিদার তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে বিধায় ফার্নেস অয়েল নির্ভর পাওয়ার প্লান্ট স্থাপন নিরুৎসাহিত করা এবং ফার্নেস অয়েলের অপব্যবহার রোধকল্পে ২০১১ সালে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন বাতিল করে ফার্নেস অয়েল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রত্যাহার করা হয়েছে।

১৩। বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো কমিশনারেট গঠন, ডিমিনিমিস বিধিমালা কার্যকর করা, দ্রুততার সাথে পণ্য খালাস ও বন্দরে পণ্যজট নিরসন, কাস্টমস কর্মকর্তাদের স্বীয় বিবেচনা প্রসূত বিচারিক ক্ষমতা হ্রাস এবং দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির নিমিত্ত আপীলাত ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠন এর লক্ষ্যে বিদ্যমান Customs Act, 1969 এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়েছে।

<u>মূসক আদায়ের প্রবৃদ্ধি:</u>

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূসক অনুবিভাগ কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে স্থানীয় পর্যায়ে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১,১০,০০০.০০ কোটি টাকা। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০২০-২১ অর্থবছরে সাময়িক আহরণ হয়েছে ৯৭,৪৯২.৪৩ কোটি টাকা। আহরণের প্রবৃদ্ধি ১৫.৪২ %।

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর:

- সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে আহরিত অর্থ দেশের ঘাটতি বাজেটে অর্থায়নসহ জাতীয় উন্নয়নে ব্যবহৃত হচ্ছে।

	২০২০-২১ অর্থবছর এর লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন (কোটি টাকা)			
	জমা	মূল পরিশোধ	মুনাফা পরিঃ	নীট
লক্ষ্যমাত্রা	১০২,৭৪৭.০০	৭২,৪৪৫.০০	৩৩,০০০.০০	৩০৩০২০০
অর্জন (মে/২১ পর্যন্ত)	৯৯,৫৫৭.৭৮	৬২,১৭১.৮০	৩০,৩০৪.৮৩	৩৭,৩৮৫.৯৮

- জাতীয় সঞ্চয় বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট/বরিশাল/রংপুর/ময়মনসিংহ এ ব্যবহারের নিমিত্ত নতুন করে ০৪ (চার) টি মাইক্রোবাস টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।
- ৪ টি নতুন বিভাগীয় কার্যালয় যথাক্রমে বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ চালু করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগের জনসাধারণ জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের সেবা খুব সহজে গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে।
- জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের অধীন নতুন ৪(চার) টি বিশেষ সঞ্চয় ব্যুরো যথাক্রমে ঢাকা জেলার উত্তরা ও যাত্রাবাড়ী, চট্টগ্রাম জেলার বহদ্দারহাট এবং কুমিল্লায় চালুকরণের প্রশাসনিক অনুমতি পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে ৪ (চার) টি জাতীয় সঞ্চয় বিশেষ ব্যুরো চালু করা হয়েছে।
- জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরে ওয়েব সাইট খোলা হয়েছে এবং ওয়েব সাইটে সিটিজেন চার্টার, সঞ্চয়স্কিমের মুনাফা হার, সঞ্চয়স্কিমের ক্রয় ফরম, প্রাইজবন্ডের ফলাফল, নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলীর হালনাগাদ তথ্য প্রদর্শন করা হচ্ছে।
- অটোমেশন ব্যবস্থা চালুর লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের পদক্ষেপ হিসেবে ১৮৩ টি কম্পিউটার, ০১ টি প্রজেক্টর মেশিন টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এতে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কাজে সহায়ক হচ্ছে।
- কম্পিউটার বান্ধব সঞ্চয়পত্র লেনদেন ও গ্রাহক সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরোগুলোতে ই-সেভিংস সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। এতে করে স্বল্প সময়ে অধিক সংখ্যক গ্রাহক সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।-
- ২০০৮-০৯ অর্থ বছর হতে প্রতি বছর বাংলাদেশ ব্যাংকের ৮টি শাখার অধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, ডাকঘর ও সঞ্চয় ব্যুরোর কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে বছরে ৮টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে -০৩টি দপ্তরের মধ্যে সুন্দর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের সমন্বয় সাধন হচ্ছে। এতে আন্তঃসংযোগের সাথে সাথে কর্মকর্তাদের কর্মকালীন উদ্ভুত সমস্যাদির সমাধানও দেয়া হচ্ছে। ফলে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন জটিল বিষয়াদির দ্রুত সমাধান ঘটছে এবং কাজের মান ও গ্রাহকদের সেবা প্রদান সহজতর হচ্ছে।
- ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক (পুরুষ ও মহিলা) এবং যে কোন বয়সের শারীরিক প্রতিবন্ধী (পুরুষ ও মহিলা)-কে পরিবার সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের সুবিধা দেয়া হয়েছে। এতে করে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ দু'টি জনগোষ্ঠীর লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন হচ্ছে।
- স্বল্প আয়ের মহিলাদের সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে গ্রামীণ এলাকায় নিয়মিত উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হচ্ছে। এতে মহিলারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পাশাপাশি স্বল্প আয়ের মহিলাদেরকে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে।
- ইতোমধ্যেই সারাদেশ ব্যাপী স্বল্প আয়ের সাধারণ মানুষকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে তাদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং সম্পূর্ণ অটোমেশন পদ্ধতিতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নির্ভুলভাবে কাঙ্ক্ষিত গ্রাহক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর কর্তৃক জাতীয় সঞ্চয়পত্র স্কিমের **অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম** চালু করা হয়েছে।
- **মুজিব শতবর্ষ** উদযাপনের নিমিত্ত ইতোমধ্যেই বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, পোষ্ট অফিস, সঞ্চয় ব্যুরো এক ও অভিন্ন ধারায় সঞ্চয়পত্র লেনদেন কার্যক্রমের জন্য জাতীয় সঞ্চয় স্কিম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে;
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে খুব সহজে ঘরে বসে মোবাইলের মাধ্যমে সঞ্চয় স্কিমে বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি জানার জন্য সঞ্চয় অ্যাপ চালু করা হয়েছে;
- সঞ্চয় ব্যুরোগুলোর লেনদেন কার্যক্রম ই-সেভিংস সফটওয়্যার এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে;
- জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের নামে একটি ফেইসবুক পেইজ চালু করা হয়েছে।

- <u>উঠান বৈঠক</u>

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা কাস্টমস ও ভ্যাট বিষয়ক মামলা নিষ্পত্তির জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অধীন একটি বিচারিক আদালত। অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৮(৯) বলে দি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ধারা ১৯৬ অনুযায়ী কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১ অক্টোবর, ১৯৯৫ সালে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা এর কার্যক্রম শুরু হয়। এই আপিলাত ট্রাইব্যুনাল দি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ধারা ১৯৬ সি (৮) মোতাবেক একটি দেওয়ানী আদালত হিসেবে গণ্য। সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বর্তমানে ট্রাইব্যুনালে ০৪ (চার) টি বেঞ্চ সক্রিয় আছে। ট্রাইব্যুনালের ০৪ (চার) টি বেঞ্চ কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনাল, জীবন বীমা ভবন (৪র্থ তলা), ১০ দিলকুশা বা/এ ঢাকা-১০০০ এ অবস্থিত। এছাড়া, ঢাকার বাহিরে কোন বেঞ্চ নাই। আপিল মামলা গ্রহণ করে বেঞ্চ ভিত্তিক শুনানীঅন্তে আপিল মামলাসমূহ নিষ্পত্তি করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে গৃহীত ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার বিবরণ নিম্নরূপ:

(ক) গৃহীত মোট মামলা -৯২২ টি

(খ) নিষ্পত্তিকৃত মামলা - ১৯৪৩ টি

(গ) আদেশ জারীকরণ - ১৯৪৩ টি

৯.৩ ২০২০-২১ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি সম্পাদনে বড় রকমের কোন সমস্যা/সঙ্কটের আশঙ্কা করা হলে তার বিবরণ **(সাধারণ/রুটিন প্রকৃতির সমস্যা/সঙ্কট উল্লেখের প্রয়োজন নেই; উদাহরণ: পদ সৃজন, শূন্যপদ পূরণ ইত্যাদি)**

(১০) মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য সাধন সংক্রান্ত

1. ২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের আরব্ধ উদ্দেশ্যাবলি সন্তোষজনকভাবে সাধিত হয়েছে কি? হ্যাঁ।

১০.২ উদ্দেশ্যাবলি সাধিত না হয়ে থাকলে তার কারণসমূহ: প্রযোজ্য নয়।

১০.৩ মন্ত্রণালয়ের আরব্ধ উদ্দেশ্যাবলি আরও দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে সাধন করার লক্ষ্যে যে সব ব্যবস্থা/পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ:

কর বিভাগের সংস্কার প্রস্তাব:

- ই-রিটার্ন চালুপূর্বক এটিকে একটি স্থায়ী রূপ দেয়ার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- উৎসে কর কর্তন এবং রিয়াল-টাইম মনিটরিং এর জন্য ই-টিডিএস ব্যবস্থা চালু করা;
- দেশের প্রত্যেক উপজেলায় কর অফিস স্থাপনের নিমিত্ত কর বিভাগের সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা;
- কর কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্ত সাধারণ শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের পরিবর্তে বিশেষায়িত ডিগ্রি বা কোর্স; যেমন- সিএ, সিএফএ, এসিসিএ, সিএমএ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অর্থনীতি, ইত্যাদি গ্রহণের ব্যবস্থা করা;
- কর বিভাগে একটি ডিজিটাল অর্থনীতি ইউনিট স্থাপন করা;
- ব্যবসা সহজীকরণ সূচকে উন্নতীকল্পে আয়কর এবং মূসক বিভাগকে একীভূত করা; এবং
- কর বিভাগের জন্য একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র গবেষণা ইউনিট স্থাপন।

ভ্যাট বিষয়ক:

- সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণে বর্তমান সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্য হচ্ছে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ;

- গত দশ বছরে রাজস্ব ৩ গুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের হার বৃদ্ধিকল্পে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। রাজস্ব খাতে আধুনিকায়ন ও রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে VAT Online Project বাস্তবায়িত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় Online VAT Registration, Online VAT Return দাখিলসহ সমগ্র ভ্যাট ব্যবস্থাপনাটি একটি কম্পিউটারাইজড সিস্টেমের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে COTS সফটওয়্যার Configuration, Installation, Operation & Maintenace এর মাধ্যমে সামগ্রিক ভ্যাট ব্যবস্থাকে প্রযুক্তি নির্ভর করা হয়েছে। এপ্রিল'২০১৯ এ পরীক্ষামূলকভাবে LTU করদাতাদের জন্য অনলাইনে ভ্যাট রিটার্ন জমা দেওয়ার পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সরকার জুলাই'২০১৯ হতে নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন করা হয়েছে। VAT Online প্রকল্পের আওতায় EFD (Electronic Fiscal Device) মেশিন চালু করা হয়েছে।

শুল্ক বিষয়কঃ

১। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী, সার, বীজ, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ এবং কাঁচা তুলাসহ আরো কতিপয় শিল্পের কাঁচামালের ক্ষেত্রে বিদ্যমান শুল্কহার অপরিবর্তিত রাখা।

২। কৃষিখাতের প্রধান উপকরণসমূহ, বিশেষ করে সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি আমদানিতে শূন্য শুল্কহার অব্যাহত রাখা। রেয়াতি শুল্ক হারে কৃষি যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানির সুবিধা সম্প্রসারণ করা।

৩। স্বাস্থ্য খাতকে সুসংহত করার লক্ষ্যে চিকিৎসা সামগ্রী জীবাণুমুক্তকরণে ব্যবহার্য Autoclave মেশিন স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধা সম্প্রসারণ করা।

৪। শতভাগ রপ্তানিমুখি গার্মেন্টস এবং টেক্সটাইল শিল্পে প্রয়োজনীয় কতিপয় পণ্য (যেমন: RFID Tag, Industrial Racking System, Cutting table ইত্যাদি) আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা।

৫। সেলুলার ফোন উৎপাদন ও সংযোজন শিল্পে শিল্পের প্রতিরক্ষণ এবং আমদানি পর্যায়ে সঠিক মূল্য নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে যথাযথ রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যে সেলুলার ফোনের ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ করা।

৬। অবৈধ পথে স্বর্ণ আমদানি নিরুৎসাহিত করা এবং অথরাইজড ডিলারদের মাধ্যমে বৈধ পথে স্বর্ণ আমদানিতে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে স্বর্ণবার আমদানির উপর বিদ্যমান ১৫% VAT প্রত্যাহার করা।

১১. প্রকল্পের অবস্থা (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত):

শুরু করা নতুন	প্রতিবেদনাধীন বছরে	প্রতিবেদনাধীন বছরে উদ্বোধনকৃত	প্রতিবেদনাধীন বছরে চলমান প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসাবে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো

প্রযোজ্য নয়	০১ (ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প)	প্রযোজ্য নয়	**<u>জাতীয় রাজস্ব ভবন নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)</u>** ক) প্রকল্পের সঠিক অগ্রগতি ৬৫%; খ) ১২ তলা পর্যন্ত ছাদ ঢালাই সম্পন্ন; গ) মার্বেল, গ্রানাইট ও টাইলসের কাজ প্রায় সম্পন্ন; (ঘ) থাই-গ্লাস ট্রেসিং কাজ আংশিক সম্পন্ন' ঙ) প্রকল্পস্থলে সেন্ট্রাল এসি, জেনারেটর সাব-স্টেশনের . নিয়ে আসা হয়েছে; এবং চ) এসি ডাস্টিং-এর কাজ আংশিক সম্পন্ন। **সাতক্ষীরা কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তর এবং <u>ভোমরা এলসি স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প</u>** ক) সাতক্ষীরা কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তর অংশে মূল অফিস ভবনের ৭২টি পাইলিং এর কাজ শেষ হয়েছে। পাইলিংগুলি কিউরিং শেষ করে পাইলিং ড্রাইভে গিয়েছে। খ) ভোমরা এলসি স্টেশন অংশে রেসিডেন্সিয়ান বিল্ডিং ডরমেটরী, ডুপ্লেক্স বাংলো ও অফিস ভবনের কাজ শুরু হয়েছে। কুটিং লে-আউট এর কাজ শেষ করে কুটিং ড্রেভিং সম্পন্ন করে কুটিং সিসি ঢালাই দেয়া হয়েছে। কিউরিং শেষে কলাম তোলার জন্যে রড বাধাই কার্যক্রম শুরু করা হবে। **<u>খুলনা কর ভবন নির্মাণ প্রকল্প</u>** ক) গণপূর্ত বিভাগ-২, খুলনা কর ভবন নির্মাণের জন্যে দরপত্র ১০ জুন ২০২১ ইং আহবান করেছে। যা ১৪ জুলাই ২০২১ তারিখ খোলা হয়েছে। খ) পুরাতন কর ভবন অপসারণ কাজ প্রায় ৯০% শেষ হয়েছে।

১-৮-২০২১ ১০:২৪:৩৩
আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ